দৈনিক ইত্তেফাক

164

তারিখ ...12 OCT 1990...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

অর্ধ দিবস হরতাল পালিত ॥ ছাত্রনেতাসহ শতাধিক আহত

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকালের (বৃহস্পতিবার) অর্ধ-দিবস হরতালচলাকালে নগরীতে পুলিশ ও হরতাল সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে ৬ জন পুলিশ ও ৫৫ জন ছাত্রসহ শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। সকালে গুলিস্তান এলাকায় আবদুল আউয়াল (১৫) নামে এক কিশোর বুলেটবিদ্ধ হয়। আহত ডাকসুর ভিপি আমানুল্লাহ আমান, ছাত্রলীগের (হা-অ) সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব, ছাত্রলীগের (না-শ) সভাপতি নাজমুল হক প্রধান প্রমুখ ১৫ জন ছাত্রনেতাসহ ২৮ জনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। ইহাছাড়া,

(১১শ পৃঃ দ্রঃ)

(প্রথম পৃঃ পর)

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ৫৫ জন ছাত্রসহ ৮৫ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পিজি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয় ২৫ জনকে। গতকালের হরতাল চলাকালে সংঘর্ষের ঘটনা মূলতঃ কেন্দ্রীভূত ছিল শাহবাগের মোড়সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। সেখানে সকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষ চলে।

বুধবারের ঘটনার প্রতিবাদে ৮ দল, ৭ দল, ৬ দল, ৫ দল ও জামায়াতসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আহূত গতকালের অর্ধদিবস হরতাল চলাকালে নগরীতে রিকশা ছাড়া অন্য কোন যানবাহন চলাচল করে নাই। দোকানপাট বন্ধ ছিল। সচিবালয়সহ নগরীর বিভিন্ন অফিস-আদালতে উপস্থিতি প্রায় স্বাভাবিক ছিল। ব্যাংকসমূহে লেনদেন কম হয়। সকালে ফার্মগেট, মতিঝিল শাপলা চত্বর প্রভৃতি এলাকা ছিল রিকশা ভীড়ে পূর্ণ। ফার্মগেটে পুলিশকে রিকশার ভীড় সামলাইতে বেশ বেগ পাইতে হয়। বেলা ১২ টার কিছু পূর্বেই মিনিবাস, ট্রাক, টেম্পো রাস্তায় নামিতে শুরু করে।

হরতাল চলাকালে বিভিন্ন দল পথে খণ্ড মিছিল বাহির করে। কিন্তু প্রধান প্রধান দলগুলির প্রথম সারির নেতৃবৃন্দকে রাজপথে দেখা যায় নাই। শাহবাগ মোড়, তেজগাঁও শিল্প এলাকার মত কয়েকটি এলাকা ছাড়া কোথাও তেমন পিকেটিং লক্ষ্য করা যায় নাই। হরতাল চলাকালে ফার্মগেইটে দুই-একটি প্রাইভেট কার চলাচল করিতে দেখা গিয়াছে। এমনকি পুলিশ টহলও গতকাল তেমন ছিল না।

লঞ্চ ও ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক ছিল।

গতকাল হরতাল চলাকালে শাহবাগ মোড়ে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের মিছিলে পুলিশের হামলায় ডাকসুর ভিপি ছাত্রদল নেতা আমান উল্লাহ আমান, জি, এস, খায়রুল কবীর খোকন, ছাত্রলীগ (হা-অ) সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব, ছাত্রলীগ (না-শ) সভাপতি নাজমুল হক প্রধানসহ প্রায় ৫৫ জন ছাত্র আহত হন। ১৫ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। সকাল সাড়ে ১০টায় ছাত্রদের মিছিলে হামলার পর হইতে বেলা ১টা পর্যন্ত শাহবাগ ও টি, এস, সি মোড়ে ছাত্র ও পুলিশের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা অব্যাহত থাকে। পুলিশ ছাত্রদের বিরুদ্ধে কমপক্ষে দেড়শত রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এই এলাকায় ১০/১২ রাউণ্ড ফাঁকা গুলীও বর্ষিত হয়।

গতকাল সকাল সাড়ে ৮টার সময় শাহবাগ মোড়ে প্রথম ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ঘটনা শুরু হয়। ছাত্রলীগের (হা-অ) একটি মিছিল শাহবাগ মোড় অতিক্রম করিয়া ক্যাম্পাসের বাহিরে যাওয়ার চেষ্টা করিলে পুলিশ মিছিলে লাঠিচার্জ করে। এই সময় পুলিশের প্রহারে ছাত্র লীগের (হা-অ) সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিবসহ কয়েক জন কর্মী আহত হন। সকাল সাড়ে ১০টায় মধুর কেন্টিন হইতে ডাকসুর নেতৃত্বে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের একটি মিছিল শাহবাগ মোড়ে আসিয়া পৌছিলে পুলিশ মিছিলকারীদেরকে সামনে অগ্রসর হইতে বাধা দেয়। এই পর্যায়ে শাহবাগ মোড়ে সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের তাৎক্ষণিকভাবে একসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ডাকসুর ভিপি আমানউল্লাহ আমান যেকোন বাধা অতিক্রম করিয়া প্রেসক্লাব পর্যন্ত মিছিল করার ঘোষণা দেওয়ার পরই পুলিশ রাস্তায় ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। এই সময় জনৈক পুলিশ অফিসারকে ছাত্র নেতৃবৃন্দের সহিত কথা বলিতে দেখা যায়। ছাত্র নেতৃবৃন্দ মিছিল নিয়া প্রেসক্লাবের দিকে যাওয়ার অনুমতি চাহিলে পুলিশ অফিসার অপরাগতা প্রকাশ করেন। ছাত্রদের মিছিল আগাইতে থাকিলে পুলিশ পিছু হটিতে থাকে। ছাত্রদের মিছিল শাহবাগ পুলিশ কন্ট্রোলরুমের সম্মুখে পৌছার সাথে সাথেই অকস্মাৎ মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জ শুরু হয়। নিজেদের পরিচয় চিৎকার করিয়া বলার পরও ডাকসুর ভিপি আমান, জি, এস, খোকন, এ,জি, এস নাজিমুদ্দিন আলম, জাসদ (ইনু) সমর্থিত ছাত্রলীগ (না-শ) সভাপতি নাজমুল হক প্রধান, ছাত্রলীগের (হা-অ) নেতা অসীম কুমার উকিল, শাহে আলম, গোলাম মোস্তফা সুজন, ইস-